R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর
সংবাদ
সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৬শ বর্ষ | ১ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪০৬ সাল। | ১৯শে মে, ১৯৯৯ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা | বার্ষিক ৪০ টাকা

ভেঙ্গে গেল আহিরণের পঞ্চায়েত বোর্ড
পার্টির হাতের পুতুল হতে গররাজী হয়ে পদত্যাগ করলেন প্রধানসহ তিন সদস্য

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ আহিরণ গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড বছর না ঘুরতেই ভেঙ্গে গেল। সিপিএম পার্টির হাতের পুতুল হয়ে গ্রামবাসী ও বিরোধী সদস্যদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে না পেরে অবশেষে গত ১৫ মে সুতী-১নং বিডিও-র কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিলেন সিপিএম দলেরই প্রধানসহ তিন সদস্য। পদত্যাগীরা হলেন পঞ্চায়েতের প্রধান অমর ঘোষ, উপ-প্রধান দশরথ মন্ডল ও সদস্যা মেজবানু বিবি। সিপিএমেরই অপর সদস্য বিকাশ দাসের পদত্যাগ করার সম্ভাবনাও প্রবল বলে জানা গেছে। অন্যদিকে পদত্যাগের প্রায় এক সপ্তাহ পরেও বোর্ড ভাঙ্গার কোন খবরই জানেন না পার্টির জোনাল সেক্রেটারী মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে এক প্রশ্নোত্তরে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, 'আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানিনা। আপনাদের কাছেই প্রথম শুনলাম।' আহিরণ গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ডের সদস্য সংখ্যা মোট ১৭। সিপিআই (এম)—৭, আরএসপি—৪, ফরওয়ার্ড ব্লক—১, বিজেপি—৩ ও কংগ্রেস—২। ১৭ জন সদস্যদের মধ্যে পদত্যাগী সিপিআই (এম)-এর তিন সদস্যসহ বিকাশবাবুকে নিয়ে চারজন, ফঃ ব্লকের ১ জন, বিজেপির ৩ জন ও কংগ্রেসের ২ জন সদস্য অমরবাবুদের গোষ্ঠীকেই সমর্থন করছে। বাকী সিপিআই (এম)-এর ৩ জন ও আরএসপির ৪ সদস্য (২য় পৃষ্ঠায়)

লটারীর নামে প্রতারণা করে বাসন্তীতলা ক্লাবের কয়েকজন কর্মকর্তা গ্রেপ্তার হলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ক্লাব, লাইব্রেরী বা প্রতিবন্ধীদের সাহায্য—এ রূপ প্রচারের আড়ালে কয়েকজনের স্বার্থসিদ্ধির খেলার বর্তমান নাম লটারী। আজ জঙ্গিপুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় চলছে এই লটারী খেলা। গত ১৩ মে জঙ্গিপুরের বাসন্তীতলা ক্লাবে প্রায় ৭০ হাজার টিকিটের এক লটারী খেলা হয়। খেলা পরিচালনায় ছিলেন গগন দত্ত, সুনীল সাহা, রিন্টু চক্রবর্ত্তী, সাধন নাথ, হান্নান সেখ, মঞ্জুর সেখ, লাকী সেখ, মাসুম সেখ, ইব্রাহিম সেখ, আজিবুল সেখ ও মাইনুর সেখ। গুটি পদ্ধতিতে খেলা হবে প্রচার করেও পরিচালকরা গুটিহীন পদ্ধতিতে খেলা শুরু করে সুকৌশলে নিজেদের মধ্যে বিশেষ পুরস্কারগুলি হাতিয়ে নেন বলে খবর। এটা জানাজানি হয়ে গেলে উপস্থিত জনতা উত্তেজিত হয়ে খেলা পরিচালকদের দু'জন হান্নান সেখ ও মঞ্জুর সেখকে প্রচন্ড মারধোর করে। বাকী কর্মকর্তারা গা ঢাকা দেন। ১৪ মে একদল জনতা রঘুনাথগঞ্জ থানায় এসে খেলা পরিচালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যান। প্রশাসনের নীরবতার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষ এই ব্যবসায় মেতে উঠেছে এবং জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে বলে স্থানীয় মানুষের অভিমত।

বি ডি ও-র সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে কমিশনার গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১১ মে রঘুনাথগঞ্জ-১নং ব্লকের কানুপুর, তালাই, দফরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মোরাম রাস্তা নির্মাণের দরপত্র আহ্বানের শেষ দিন ছিল। ঐ দিন বেশ কিছু ঠিকাদার নির্ধারিত সময়সীমা বিকাল ৩টার মধ্যে দরপত্র দাখিল করলেও বালিঘাটার জনৈক ঠিকাদারের দরপত্র দাখিল করতে নাকি কয়েক মিনিট বিলম্ব হয়। ঐ ঠিকাদারের হয়ে কথা বলতে গিয়ে অপর ঠিকাদার জঙ্গীপুর পুরসভার ফঃ ব্লকের কমিশনার গৌতম রুদ্র বিডিও অনির্বাণ দাসগুপ্তের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। দু পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত কথাবার্তা চলতে থাকে। বিডিও শ্রীদাসগুপ্ত ঐ ঠিকাদারকে বিলম্বে দরপত্র দাখিলের ব্যাপারে টেন্ডার কমিটির কাছে আবেদন করার পরামর্শ দেন। কিন্তু ঐ ঠিকাদার ও কমিশনার শ্রীরুদ্র তাঁর ঘড়ির সময় (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর সাব জেলে অনৈতিক কাজকর্ম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গীপুর মহকুমার সাব জেলে যেভাবে অনৈতিক কাজকর্ম চলছে তা সাধারণ মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। কোন জেল আসামীকে তার আত্মীয়-স্বজন দেখতে গেলে ২০ টাকা নজরানা দিতে হয়। বিশ্বস্ত সূত্রের খবরে প্রকাশ কোন আসামী এলে জেল কর্তৃপক্ষ প্রথমেই তাকে সেলে পাঠিয়ে দেন। সেখানে আসামীদের থাকা কষ্টকর প্রমাণ করতেই নাকি এই ব্যবস্থা। পরে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে ভয় দেখিয়ে টাকা পয়সা আদায় করা হয়। এরপর জেনারেল জেলে পাঠান হয়। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায় সাব জেলে ৮ জন কর্মচারী জেল (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৪০৬ সাল।

পত্রিকার ৮৬তম জন্মদিবসে

'জঙ্গিপুর সংবাদ' ৮৫ পূর্ণ করিয়া ৮৬ বৎসরে পদার্পণ করিল। কালের আবর্তনের তালে তালে দীর্ঘকাল ধরিয়া মফঃস্বল শহরের এক ক্ষুদ্র সাপ্তাহিকের এই পরিক্রমা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় বলিতে হইবে। সে যুগের পটভূমিকা হইতে বর্তমান স্বাধীনোত্তর যুগের পটভূমিকায় আপন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া 'জঙ্গিপুর সংবাদ' তাহার সংবাদিকতার ইতিহাসকে এক গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। চলার পথে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত বহু বাধা-বিঘ্ন তাহাকে ভোগ করিতে হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও তৃতীয় প্রজন্মের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, উচ্চাদর্শ ও নির্ভীকতাকে মূলধন করিয়া উন্নত শিরে সুগর্ব পদচারণা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম রহিয়াছে। জঙ্গিপুর সংবাদ রাজনৈতিক কোন দল, বিশেষ গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের উমেদারী কোন দিনই করেনি। সেই কারণে অত্যাচারীর অনেক ভ্রূকুটি তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। বিরোধিতার প্রবল আঘাতে তাহার গর্বিত শির কখনও অবনত করিয়া সে পথ চলেনি। অত্যাচার, অবিচারের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভীম গর্জন ধ্বনিত হইয়াছে তাহার লেখনীতে। রাজনৈতিক, সামাজিক, বা পরোপকারীর ছদ্মবেশে কোন গোষ্ঠীর অন্যায় অনাচার সমাজ জীবনকে যখন কলুষিত করিয়াছে, অন্ধকারের জীবদের গোপনলীলা বিলাস চলিয়াছে, তখনই জঙ্গিপুর সংবাদ প্রতিবাদের বজ্রমন্ত্র শুনাইয়া সর্বস্তরের মানুষের সম্মুখে প্রকৃত সত্যকে নির্ভীকচিত্তে উদঘাটিত করিয়াছে। অত্যাচারীদের শক্তিদম্ভ ও মদমত্ত শাসানী তাহার কণ্ঠরোধ করিতে অপারগ হইয়াছে। শুধু অতীতেই নয় স্বাধীনোত্তর এই সুসভ্য যুগেও কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের গোপন আঘাত, রাজনৈতিক দলগুলির অনৈতিক আক্রমণ, আমলাতন্ত্রের হুমকীর কাছে এই পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী কখনই নতি স্বীকার করিয়া আদর্শভ্রষ্ট হননি। সেই কারণে পত্রিকার পাঠক ও সমর্থক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহাদের সহানুভূতি ও সক্রিয় সহযোগিতা আমাদের একমাত্র মূলধন। জন্মদিনের পুণ্যলগ্নে পত্রিকার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদের স্বপ্ন। জনতার অস্তিত্বের সংগ্রামে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সকল সময়ে সকল মানুষের হাতে হাত মিলাইয়া চলিবার কামনাই আমাদের শপথ। এই শুভলগ্নে আমাদের অসংখ্য গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও সহযোগীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের শুভকামনা ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ব্যাঙ্ক উঠে যাওয়ার চক্রান্ত

সাগরদীঘি থানার মোরগ্রামে দীর্ঘ ১৮/২০ বছর এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের একটি শাখা চালু আছে। এখানে প্রায় ১০ হাজার তপশীল খেটে খাওয়া মানুষের বাস। তাছাড়া আশপাশের আরো ১০/১২টি গ্রামের ১৫/২০ হাজার মানুষ নিয়ে ব্যাঙ্কটি সগৌরবে চলছে। এবং ৩৪নং জাতীয় সড়ক থেকে দেড় কিলোমিটারের মধ্যে নিরাপদ স্থানে অবস্থিত। এখানে হাই স্কুল, পোষ্ট অফিস, গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও একটি বাজার থাকায় লোকজনের বেশ সমাগম হয়। কিন্তু বর্তমানে কয়েকশো লেনদেনকারীর অজান্তে এই শাখাটিকে এখান থেকে সরিয়ে বেলেপুকুর নামক এক অখ্যাত লোকালয়হীন জায়গায় নিয়ে যাবার চক্রান্ত চলছে। আরো শোনা যাচ্ছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বেলেপুকুর এলাকার এক ব্যক্তিকে লোক দিয়ে ব্যাঙ্ক গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করছেন। বিভাগীয় মন্ত্রী, এলাকার বিধায়ক, জেলা সভাধিপতিকে অবিলম্বে সরজমিন তদন্ত করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এর সঙ্গে প্রার্থনা করছি এখানকার শাখাটি না সরিয়ে বেলেপুকুর এলাকায় নতুন একটি শাখা চালু করা হোক।

এলাকার জনগণের পক্ষে—
হরিহর রায়, স্বপন মাল, নাজু সেখ

পদত্যাগ করলেন প্রধানসহ তিন সদস্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিরোধীর ভূমিকায়। পঞ্চায়েত বোর্ডের প্রধান কংগ্রেস পরিবার থেকে আসা ব্যবসায়ী বর্তমানে সিপিএমের সদস্য অমর ঘোষ। অমরবাবু সিপিএম দলের সদস্য হলেও গ্রামের উন্নয়নে তিনি দলমত নির্বিশেষে কাজ করতেন বলে গ্রামবাসীরা জানান। সেহেতু তিনি বিরোধী সদস্য ছাড়াও গ্রামবাসীদের কাছেও জনপ্রিয়। গণ্ডগোল বাধে বিভিন্ন যোজনায় গ্রামের উন্নয়ন নিয়ে। সিপিএমের আহিরণ লোকাল পার্টি অফিসের বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে নিয়ে জলঘোলা হতে শুরু করে। যেমন জহর রোজগার যোজনায় গ্রামে রাস্তা তৈরীতে পাওয়া যায় ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। অমরবাবুদের অভিযোগ রাস্তা কোথায় হবে তা ঠিক করে দেয় লোকাল পার্টি অফিস। এ ব্যাপারে প্রধান বা বোর্ডের কোন সদস্যের মতামতের তোয়াক্কা করছিল না পার্টি অফিসের নেতারা। এছাড়া ইন্দিরা আবাস যোজনায় পঞ্চায়েতে মোট ২৩টি গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। বোর্ডের ১৭ জন সদস্য তাঁদের পছন্দমতো প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তিদের একটি করে গৃহ নির্মাণের জন্য নির্বাচন করতে পারেন। বাকী ৬টি গৃহ কাদের দেওয়া হবে তা প্রধানই দলের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেন। কিন্তু বিতর্ক বাধে এই ইস্যুতেই। অমরবাবুদের মতে লোকাল পার্টি অফিস এমন ৬ জন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে যারা দরিদ্র নয়, অথচ এলাকার প্রকৃত গরীব মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। পার্টির নির্দেশে ঐ ৬ জনকে গৃহ দেবার কারণ বলতে জানা যায় তারা নাকি ঐ অঞ্চলের সিপিএমের প্রধান 'ভোট ক্যাচার'। প্রধান অমরবাবু ও বিরোধী সদস্যরা এ সিদ্ধান্তে বেঁকে বসেন। ফলতঃ প্রধানসহ তিন সদস্যের পদত্যাগের রেজিলিউসন গত ১৩ মে পাশ হয়ে গেলে ১৫ মে তাঁরা বিডিওকে তাঁদের পদত্যাগ পত্র জমা দেন।

জঙ্গিপুর পুরসভার সব থেকে অবহেলিত ওয়ার্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরসভার মোট ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে সব থেকে অবহেলিত ওয়ার্ড ১০নং ধনপতনগর। ঐ এলাকার এক সময়ের বাসীন্দা আলকাপ সম্রাট ধনঞ্জয় মণ্ডল (ঝাঁকসু) একইভাবে অবহেলিত থেকে গেলেন। জঙ্গিপুর পুরসভার জন্মলগ্ন থেকে ১০নং ওয়ার্ডের মধ্যে ধনপতনগর গ্রামটি থাকলেও অন্যান্য ওয়ার্ডের মতো এখানে কোন কাজ হয় না। একজন কাউন্সিলার আছেন এই পর্যন্ত। এই ওয়ার্ডে তিন হাজার মানুষের বাস থাকলেও না আছে চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা, বিদ্যুৎ বা জলনিকাশী ব্যবস্থা। জঙ্গিপুর পারের বারটি ওয়ার্ডের মধ্যে এই ওয়ার্ডে এক চতুর্থাংশও কাজ হয় না। তাই এই ওয়ার্ডের প্রত্যেক পুরবাসীর মুখে এক কথা—আমরা অশিক্ষিত গরীব ও চাঁই সম্প্রদায়ের বলেই কি এই অবহেলা ও বৈষম্য ?

চারণ কবি গুমানী দেওয়ানের ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

সাগরদীঘি : গত ১৩ মে চারণ কবি গুমানী দেওয়ানের বাসভূমি জীনদীঘি গ্রামে তাঁর ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। ঐ দিন সকালে ইসলাম ধর্মীয় রীতিনীতির মাধ্যমে সমাধি পরিদর্শন ও তাঁর আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে দোয়া প্রার্থনা করা হয়। এর মাঝে চারণ কবির লেখা কবিতা ও গান পরিবেশন করা হয়। সন্ধ্যায় এক ধর্মীয় জালসার আয়োজন করা হয় ও উপস্থিত লোকজনের মধ্যে খিচুড়ী বিতরণ করা হয়।

বাগানের দখল নিয়ে সুজাপুরে দু'পক্ষে বোমাবাজি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুজাপুর গ্রামের ১২১ নং দাগের একটি বাগানের দখল নিয়ে তদন্ত ও বিবাদকে কেন্দ্র করে গ্রামে ভয়াবহ বোমাবাজি ও সংঘর্ষ হয়। এই মর্মে রঘুনাথগঞ্জ থানায় ঐ তারিখে একটি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে, যার নং ৮৪৬। অভিযোগকারী আসলাম হোসেন দাবী করেছেন, ঐ জমি তিনি মনিউর রহমানের কাছ থেকে কিনে বিক্রি করার চেষ্টা করায় একদল গ্রামবাসী গাছ কাটার অভিযোগ করে। স্থানীয় বি এল আর ও ঐদিন তদন্ত করে চলে যাবার পরই কিছু মস্তান জমির বেড়া ভাঙে ও বোমাসহ তার উপর আক্রমণ চালায় বলে আসলামের অভিযোগ। পরে পুলিশ ঘটনা-স্থল থেকে কতগুলি তাজা বোমা উদ্ধার করে। অভিযোগকারী মনির সেখ, মুস্তাক আলি বা মুন্না ও মুরসেদ আলিকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন। এই বিষয়ে এপিডিআর কর্মী মুস্তাক আলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংঘর্ষের কথা স্বীকার করে জানান, বাগান কেটে জমি বিক্রি করার বিরোধীতা করে তিনি হাইকোর্টের গ্রীণ বেঞ্চের কাছে গত ২৬ জুলাই '৯৮ অভিযোগ করেন। তারই ভিত্তিতে হাইকোর্ট গত ১৪ ডিসেম্বর '৯৮ জেলা শাসককে এ বিষয়ে তদন্ত করতে অনুরোধ করেন। সেইমতো স্থানীয় বি এল আর ও তদন্তে যান। যার রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি। তবে বোমাবাজি ও সংঘর্ষের পর তিনি থানার কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত পি এস আই কুন্ডুবাবু ও অমৃত ঘোষ তাঁর অভিযোগ নেননি এবং তাঁর বাড়িতে গিয়ে কুন্ডুবাবু ভয় দেখিয়ে এসেছেন বলে হাইকোর্টের গ্রীণ বেঞ্চকে গত ১ মে '৯৯ পরবর্তী অভিযোগে মুস্তাক আলি জানিয়েছেন। তাঁর মানবাধিকার আন্দোলন করা বন্ধ করে ছাড়বেন বলে ভারপ্রাপ্ত অফিসার অমৃত ঘোষ হুমকী দিয়েছেন বলেও হাইকোর্টকে দেওয়া চিঠিতে মুস্তাক অভিযোগ এনেছেন। তিনি আজাদুল ইসলাম ও সারসাদ আলিসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে পাল্টা হামলারও অভিযোগ করেছেন। বর্তমানে সুজাপুর গ্রামে দু'দলের এই বিবাদকে কেন্দ্র করে চাপা উত্তেজনা রয়েছে।

রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে গ্রাম থমথমে

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের ছামুগ্রামের অর্জুন ঘোষ গত ৪ মে রাতে যুগোর গ্রাম থেকে কাজ করে বাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ হন। পর-দিন যুগোর ও নিমতলার মাঝামাঝি এক ডিপ টিউবওয়েলের কাছ থেকে অর্জুনের মৃতদেহ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে। জানা যায়, যুগোর গ্রামের বানী ইসরাইলের মিষ্টির দোকানে বেশ কয়েক বছর ধরে অর্জুন কাজ করতেন। প্রতিদিনই নাকি দোকান মালিক তাঁকে গ্রামে পেঁছে দিয়ে যেতেন। ঘটনার দিন অর্জুনই নাকি পেঁছে দিতে বারণ করেন। পুলিশ সন্দেহবশতঃ বানী ইসরাইলকে গ্রেপ্তার করে। এই রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে গ্রামের অবস্থা থমথমে।

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি চক্রের পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সম্প্রতি অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের নিকট ১২ দফার দাবীতে এক ডেপুটেশন দেন। শিক্ষকদের দাবী ছিল ১) প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ-ফেল প্রথা চালু। ২) ১৯৭৩ সালে শিক্ষা আইন অনুযায়ী অবিলম্বে কাউন্সিল নির্বাচন। ৩) জানুয়ারী মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ চালু করা ইত্যাদি। শতাধিক শিক্ষকের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক জয়ন্তকুমার ভট্টাচার্য্য ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

সুতি-১ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প

পোঃ আহিরণ ✪ জেলা মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যা—১০৯ / সুতি-১ / আই সি ডি এস/আহিরণ

তারিখ—১৯/০৫/৯৯

।। জরুরী বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে, সুতি-১ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের অন্তর্গত আহিরণ, নুরপুর, সাদিকপুর এবং বংশবাটী অঞ্চলের সাহায্যকারিণী পদের জন্য আগামী ০৬/০৬/৯৯ তারিখ যে মৌখিক পরীক্ষা হবার কথা ছিল তা অনিবার্য্য কারণবশতঃ আগামী ০৭/০৬/৯৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার স্থান এবং সময় অপরিবর্তিত থাকবে। এর জন্য নূতন কোন অ্যাডমিট কার্ড অফিস থেকে ছাড়া হবে না। পরীক্ষার্থীনিদের পরীক্ষার দিন পুরনো অ্যাডমিট কার্ড নিয়েই পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির হতে হবে।

আদেশানুসারে—

পার্থসারথি বসু

১৯/০৫/৯৯ শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক

সুতি-১ সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প

আহিরণ, মুর্শিদাবাদ

Memo No. 110/1(2)/Suti-I/ICDS/Ahiran

Date 19/05/99

সেরা বিদূষক

১ম ও ২য় খণ্ড

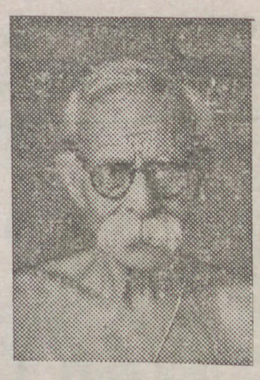

দাদাঠাকুরের কৌতুক, ব্যঙ্গরসে ভরা কবিতা, গীত, ছোটগল্প, সংবাদ পরিবেশনা ইত্যাদির কালজয়ী সংকলন।

মূল্য প্রতি খণ্ড ৭০ টাকা। ১৪০ টাকা পাঠালে রেজিষ্ট্রিযোগে আমাদের খরচে দুটি খণ্ড পাঠান হবে।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ— "দাদাঠাকুরের ত্রয়ী" ২০ টাকা। "শিবমাহাত্ম্য বা পাষন্ডদলন" নাটিকা ১৫ টাকা, একত্রে মূল্য ২৫ টাকা।

ফোন ঃ ৬৬৮০৮/৬৪৫৭৩

মেসার্স সি, সি, এণ্টারপ্রাইজ

জে, কে, টায়ার কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার

(এখানে জে, কে, টায়ার কোম্পানীর বাস, ট্রাক ও সকলপ্রকার যানবাহনের টায়ার বিক্রয় করা হয়)

অফিস ঃ নূতন বাসষ্ট্যান্ডের নিকট মুর্শিদাবাদ জেলা বাস মালিক সমিতির পার্শ্বে দেবীরতন চক্রবর্তীর বাড়ীর নীচে।

রবীন্দ্রভবন মঞ্চের আমূল সংস্কারের দাবীতে অভিনব ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভারতীয় গণনাট্য সংঘ রঘুনাথগঞ্জ শাখার সদস্যরা গত ২৫ বৈশাখ সকালে স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চের আমূল সংস্কার দাবী করে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের কাছে এক ডেপুটেশন দেন। সংগঠনের বক্তব্য—'আর দেরী নয় হাতে হাত ধরে সংস্কার কার্য্য করা চাই। অন্যথায় অনুরূপ আন্দোলন।' শিল্পীরা 'হে নূতন দেখা দিক আর বার'—গানটি গেয়ে মহকুমা শাসকের কক্ষ ত্যাগ করেন।

ছাত্রীর বিদেশ যাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যাপক অজিত মুখার্জীর কন্যা শ্রীমতী কন্যা মুখার্জী সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে রয়েল হাসপাতালের শিশু চিকিৎসা বিভাগে রেজিষ্ট্রারপদে যোগ দিয়েছেন। তিনি চণ্ডীগড়ের পি, জি, আই হাসপাতালে শিশু চিকিৎসা বিভাগে সহকারী অধ্যাপিকারূপে কর্মরতা ছিলেন।

অসময়ে পোকার উৎপাতে পুরবাসী জেরবার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত কয়েকদিন ধরেই অসময়ে এক ধরনের আলোর পোকার উৎপাতে রঘুনাথগঞ্জ শহরের অধিবাসীদের প্রাণান্তকর অবস্থা সাধারণতঃ শারদোৎসবের পর যে ধরনের শ্যামা-পোকা বা আলোর পোকার আক্রমণ হয় বর্তমানে দাবদাহ নিবারণ-কারী কয়েকদিন বৃষ্টির পর শহরে এসেছে ঐ ধরনের পোকার উৎপাত। ফলে আলো বন্ধ করেই থাকতে হচ্ছে পুরবাসীদের পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচতে।

জঙ্গিপুর সাবজেলে অনৈতিক কাজকর্ম (১ পৃষ্ঠার পর)

কোয়ার্টারে বসবাস করেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যত্র বদলি হয়ে গেলেও কোয়ার্টার ছাড়েননি। এছাড়া নাকি এই সব কর্মচারীদের কাছ থেকে কোন হাউস রেন্ট কাটা হয় না। হাউস রেন্ট না কাটার জন্য প্রতি মাসে সরকারকে ৫-৬ হাজার টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে হচ্ছে। অথচ জেল সুপারিনটেনডেন্ট স্বয়ং মহকুমা শাসক এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্বিকার।

কমিশনার গ্রেপ্তার (১ম পৃষ্ঠার পর)

ঠিক নাই—এই দাবীতে ঐ দরপত্রটি জমা নেবার জন্য চাপ দিতে থাকেন। অবস্থা বুঝে বিডিও স্থানীয় থানায় গণ্ডগোলের খবর দিলে ওসি দিলীপ হাজরা বিডিও অফিসে এসে শ্রীরুদ্রকে গ্রেপ্তার করেন ও সেই দিনই বেলবণ্ডে তাঁকে মুক্তি দেন। এ ব্যাপারে মুর্শিদাবাদ জেলা কণ্ট্রাকটরস্ এ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে প্রতিবাদ জানানো হবে বলে শ্রীরুদ্র জানান। এ ছাড়া ঐসব কাজের ওয়ার্ক অর্ডার কেউ নেয়নি বলে শ্রীরুদ্র দাবী করলেও বিডিও শ্রীদাসগুপ্ত বলেন, ঐ দিনই টেণ্ডার চূড়ান্ত করা হয়েছে। নির্বাচিত ঠিকাদারকে ওয়ার্ক অর্ডারও তাড়াতাড়ি দেওয়া হবে।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভলুম্যম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✕ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি — *ধনঞ্জয় কাদিয়া* ম্যানেজার — *অচিন্ত্য মন্নিয়া* সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।